সংবাদ

তারিখ ... 27 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির উদ্যোগ নিন

প্রশিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকদের বিবেচনায় সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। সরকারের পক্ষ থেকে নানা সুবিধা দেয়ার পরও দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দশা করুণ। অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে ঢুকে যাচ্ছেন কম মেধাবীরা। যথাযথ প্রশিক্ষণও নেই অনেকের। নজরদারিতেও গাছাড়া ভাব রয়েছে শিক্ষা প্রশাসনের। অবস্থা এমন যে, শিক্ষকরাও তাদের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ান না। শিক্ষার মান বাড়াতে তদারকির দায়িত্ব যাদের, সেই প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারাও জড়িয়ে পড়ছেন অনিয়মে। পরিদর্শন ব্যবস্থাও নড়বড়ে হয়ে গেছে। অভিযোগ রয়েছে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের টাকা দিলে একজন শিক্ষকের নিয়মিত স্কুলে হাজিরা না দিলেও চলে। অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত কাউকে টাকা দিয়ে ক্লাসে পাঠাচ্ছেন তারা। স্কুলের নির্দিষ্ট সময়সূচিও মানেন না অনেক শিক্ষক। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে (পিইসি) ফল জালিয়াতির সঙ্গেও শিক্ষা কর্মকর্তাদের জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ আছে। সপ্তম পে-স্কেলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা বেতন পেতেন প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকা। নতুন পে-স্কেলে তাদের বেতন বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। নিজের ইউনিয়নেই কিংবা উপজেলার মধ্যেই অন্য কোন স্কুলে নিয়োগ পান তারা। এতে বেশিরভাগ শিক্ষক নিজের বাড়িতেই থাকার সুযোগ পান। প্রাথমিক শিক্ষকদের সুবিধা দিয়ে ২০১৩ সাল থেকে বড় তিনটি পরিবর্তন এনেছে সরকার। ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে, প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড এক ধাপ উন্নীত করা হয়েছে। নতুন পে-স্কেলে বেতনও দ্বিগুণ করা হয়েছে। তবে দিন দিন শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়লেও পিছিয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মান। বিষয়টি উদ্বেগজনক। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) সূত্র জানায়, দেশে এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩ হাজার ৮৬৫টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি ৯৫ লাখ। আর শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় চার লাখ। এ শিক্ষকদের মধ্যে বিশেষ করে দেড় লাখের যোগ্যতা-দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিকের বর্তমান শিক্ষকরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াতে পারবেন কিনা তা নিয়েও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আমরা জানি, রাতারাতি প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির আশা করা যায় না। শিক্ষার মান বাড়াতে সময়ের প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে সময়ের চেয়েও আরও বেশি প্রয়োজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং ভালো মনিটরিং ব্যবস্থা। পরিতাপের বিষয় হলো মনিটরিং বা দেখভালের বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বল।

শিক্ষকরা নিয়মিত কিনা, তারা প্রস্তুতি নিয়ে সময়মতো ক্লাসে ক্লাসে যান কিনা– শিক্ষা কর্মকর্তারা এসব ঠিকমতো দেখছেন না। আর প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের এই গাফিলতির বিষয়গুলোও রহস্যজনক কারণে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। আর এভাবেই সরকার নানা সুবিধা দেয়ার পরও প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থা আলোর মুখ দেখছে না।

আমরা মনে করি, এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করে জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও প্যানেল থেকে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের অবশ্যই দ্রুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকরা ভালো করলে পুরস্কার আর খারাপ করলে তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি আগের চেয়ে ভালো হলেও এর বাইরেও নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছেন অনেক অযোগ্য শিক্ষক। তাই বিদ্যালয়গুলোতে মনিটরিং বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্যও বিভাগীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়ম করতে হবে বিভাগীয় পরীক্ষায় পাস না করলে ইনক্রিমেন্ট হবে না।

স্কুলগুলোতে মনিটরিং ভালো নয়। শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। তারা একাডেমিক কর্মকাণ্ড মনিটরিংয়ের দিকে তেমন নজর দেন না। শুধু প্রশাসনিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে অসংখ্য দুর্নীতির অভিযোগ। এক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করতে হবে। তাদের আশ্রয়দাতাদেরও খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সৎ, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। স্কুল পরিদর্শনসহ সার্বিক দায়িত্ব পালনে তাদের আগ্রহী করে তুলতে হবে।

সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির যে বিকল্প নেই– একথা সবাইকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে।